স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

শিক্ষাবর্ষান্ত পরীক্ষা — ডিসেম্বর, ২০০৭

বাংলা

তৃতীয় পত্র

সময় ঃ চার ঘণ্টা পূর্ণমান ঃ ১০০

(মানের গুরুত্ব ঃ ৮০%)

পরিমিত ও যথাযথ উত্তরের জন্য বিশেষ মূল্য দেওয়া হবে। অশুদ্ধ বানান, অপরিচ্ছন্নতা এবং অপরিষ্কার হস্তাক্ষরের ক্ষেত্রে নম্বর কেটে নেওয়া হবে। উপান্তে প্রশ্নের মূল্যমান সূচিত আছে।

১। যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ ১৮×২=৩৬

(ক) চর্যাপদগুলি কেবল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাধন-সঙ্গীত নয়, তা একই সঙ্গে বঙ্গদেশের তৎকালীন সমাজজীবনের বিশ্বস্ত দলিলও বটে। — মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করুন।

(খ) আক্ষেপানুরাগ কাকে বলে? আক্ষেপানুরাগের শ্রেণিবিভাগগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে চণ্ডীদাস-রচিত ঐ পর্যায়ের পদটির কাব্যসৌন্দর্য পরিস্ফুট করুন।

(গ) সোনার তরী কবিতা-সংকলনের 'বসুন্ধরা' কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের মর্তপ্রেম ও জীবনপিপাসার পরিচয় দিন।

(ঘ) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবি-স্বভাবের পরিচয় দিয়ে 'হে মহাজীবন' কবিতার মূল বক্তব্যটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

২। যে-কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ ১২×৩=৩৬

(ক) বাংলা ভাষায় লেখা চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি কী কারণে বিশিষ্ট তা বিশদভাবে আলোচনা করুন।

(খ) সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের রত্নসেন-পদ্মাবতীর বিবাহ অংশে যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে উদাহরণসহ তার বর্ণনা করুন।

(গ) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' অনুসরণে চাঁদ সদাগরের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

(ঘ) 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর চতুর্থ সর্গটির গুরুত্ব বিচার করুন।

(ঙ) 'সবলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নারীর যে মহীয়সী রূপ অঙ্কন করেছেন তা নিজের ভাষায় বিবৃত করুন।

(চ) জীবনানন্দ দাশের 'বোধ' কবিতাটি কোন্ অর্থে কবিসত্তার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে তা আলোচনা করুন।

৩। যে-কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ ৭×৪=২৮

(ক) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখুন ঃ—

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ।।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ।।

(খ) প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন ঃ—

রায় কহে আমি নট, তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ, তৈছে চাহি নাচিবার।।
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে — তাহাই উচ্চারি।।

(গ) নিম্নোক্ত কাব্যাংশটির কাব্যিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন ঃ—

করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষঃদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পারে, আর্দ্র অশ্রুনীরে,
বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে ;
সপ্ত দিবা-নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

(ঘ) তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন ঃ—

প্রেম বলে কিছু নাই —
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

(ঙ) উদ্ধৃত অংশটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন ঃ—

খবর এনেছে কাল নতুন প্রকাণ্ড বাঁধ হবে
এই দিকে, সিসি-আই সিস
দুটো নদী বেঁধে।
দূরে কোন জায়গায় তবে
ইট বাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে
গেঁথে, কোনোমতে
থাকবে বহু লোক, এই গ্রাম
তাহলে উঠে যাবে।।

(চ) প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন ঃ—

স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
অমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা ঃ
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।

(ছ) উল্লিখিত পঙক্তিগুলির ভাবসৌন্দর্য ব্যাখ্যা করুন ঃ—

একা আমি চিরদিন একা
সে কেন দুদিন দিল দেখা?
আঁধারে ছিলাম ভালো
কেন বা জ্বলিল আলো?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা!